গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.moca.gov.bd)

# শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | জনাব আসাদুজ্জামান নূর, এমপি<br>মাননীয় মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
| সভার স্থান | : | বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার হল। |
| সভার তারিখ ও সময় | : | ১৬ জানুয়ারি ২০১৮, বিকাল ৩.০০ ঘটিকা |

সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' তে দেখানো হলো।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মসিউর রহমান সভায় অবহিত করেন যে, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে একটি খসড়া কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির বিষয়ে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সুধীমণ্ডলী/কর্মকর্তাবৃন্দকে সুচিন্তিত মতামত ও সুপারিশ প্রদানের আহবান জানিয়ে যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান) জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী'কে খসড়া কর্মসূচি সভায় উপস্থাপনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান) শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ এর খসড়া কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন।

০৩। বিস্তারিত আলোচনার পর শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গৃহীত হয় :

| ক্রমিক | কর্মসূচি | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ১. | একুশে ফেব্রুয়ারি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবনে ও বেসরকারি ভবনসমূহে সঠিক নিয়মে, সঠিক মাপের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। পতাকার সঠিক মাপ ও উত্তোলনের নিয়ম সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, সকল বেসরকারি টেলিভিশন/বেতার এবং সকল প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাসস, সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি ভবনসমূহ স্ব স্ব উদ্যোগে। |
| ২. | যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহও যাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করে সে বিষয়ে বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান করতে হবে। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান। | মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড |
| ৩. | জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রেখে সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন করতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান। | স্থানীয় সরকার বিভাগ |

| ক্রমিক | কর্মসূচি | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ৪. | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, সিনেট সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার/কর্মচারী পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় কর্মসূচি প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ। | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, এস.এস.এফ, র‍্যাব, গণপূর্ত আরবারি কালচার বিভাগ |
| | (ক) একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা, যাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে শহীদ মিনারে উপস্থিত হতে পারেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কখন শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন, সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং এস.এস.এফ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।<br>(খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বিরোধী দলীয় নেতা এবং শ্রীলংকার National Co-existence, Dialogue and Official Langueses Honorable Minister Mr. Mano Ganesan এবং ভাষা বিশেষজ্ঞ Professor J.B Disanayake এর শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন VVIP ব্যক্তিবর্গের, ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গের, একুশে উদ্‌যাপন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবর্গের ও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ধারাক্রম নির্ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরবরাহ করতে হবে। প্রণীত ধারাক্রমটি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।<br>(গ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন VVIP, VIP ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত অতিরিক্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আরও ত্রিশ মিনিট নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবে।<br>(ঘ) ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গের নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবে। বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিগণের গাড়ী পার্কিং-এর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে প্রথম সারিতে স্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে।<br>(ঙ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারণ যাতে সুশৃঙ্খলা বজায় রাখে সে বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।<br>(চ) শহীদ মিনারে অর্পিত ফুলগুলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও বিএনসিসি সদস্যবৃন্দের সহায়তায় ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সাজিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | |

| ক্রমিক | কর্মসূচি | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ৫. | কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অর্থ যথানিয়মে সমন্বয় করে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| ৬. | কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠান পালনে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, র‍্যাব |
| ৭. | আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ উপলক্ষে ঢাকা শহরের নিম্নোক্ত সড়ক দ্বীপসমূহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাজনক স্থানসমূহে বাংলাসহ অন্যান্য দেশের বর্ণমালা সম্বলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করতে হবে:<br>(ক) হোটেল সোনারগাঁও এবং হোটেল রূপসী বাংলা (হোটেল শেরাটন)-এর সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ।<br>(খ) শিক্ষা ভবন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ।<br>(গ) হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সড়ক দ্বীপসমূহ ।<br>(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ।<br>(ঙ) শাপলা চত্বর, মতিঝিল।<br>(চ) শহীদ মিনার থেকে আজিমপুর কবর স্থান পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ।<br>(ছ) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও কার্জন হল সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপসমূহ ।<br>(জ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখের সড়ক দ্বীপসমূহ ।<br>(ঝ) ঢাকা শহরের প্রবেশমুখসমূহ।<br>(ঞ) চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট |
| ৮. | একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে শিক্ষাভবন থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে আজিমপুর কবরস্থান পর্যন্ত সড়ক ও আজিমপুর কবরস্থানে প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জেনারেটর স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পিডিবি, ডিপিডিসি ও গণপূর্ত বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জেনারেটর প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করবে। | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ (ডিপিডিসি), পিডিবি, গণপূর্ত অধিদপ্তর, |
| ৯. | একুশে ফেব্রুয়ারী রাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় একটি ফায়ার সার্ভিস টিম প্রস্তুত রাখতে হবে। | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স |
| ১০. | কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আশে পাশের এলাকা ও আজিমপুর কবরস্থান পর্যন্ত সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে স্থায়ীভাবে পর্যাপ্ত আলোকিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ (ডিপিডিসি) গণপূর্ত অধিদপ্তর |
| ১১. | ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে ও দিনে শহীদ মিনার চত্বর এবং আজিমপুর কবরস্থান এলাকায় অতিরিক্ত জনসমাবেশ/ ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রোধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ বিভাগকে এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ |
| ১২. | একুশে ফেব্রুয়ারির দিনে শহীদ মিনার এলাকার আশে পাশে অন্তত; ১০টি স্থানে ঢাকা ওয়াসা খাবার পানি সরবরাহ করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে পানি সরবরাহের স্থান নির্ধারণ করতে হবে। | ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, বাংলা একাডেমি |

| ক্রমিক | কর্মসূচি | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| ১৩. | জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শহীদ মিনার এলাকায় চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে। | ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সিভিল সার্জন, ঢাকা, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, |
| ১৪. | শহীদ মিনার এলাকার আশে পাশে ধুলাবালি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা |
| ১৫. | আজিমপুর কবরস্থানে ফাতেহা পাঠ ও কোরআনখানির আয়োজন এবং ভাষা শহীদদের রুহের মাগফেরাতের জন্য দেশের সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে প্রার্থনার আয়োজন করতে হবে। | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ |
| ১৬. | শহীদ মিনারের আশেপাশে সুবিধাজনক স্থানে কমপক্ষে ১০টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করতে হবে। মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত ২টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করতে হবে। এছাড়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্ত মঞ্চে যে সকল টয়লেট রয়েছে তা গণপূর্ত অধিদপ্তর মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করবে। | গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| ১৭. | **বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং সংবাদ পত্রে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করণ:** | |
| | (ক) অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, টেলিভিশন ও কমিউনিটি রেডিও বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র ইত্যাদি প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি সংবাদ, আলোক চিত্র/ভিডিও চিত্র সম্প্রচার করবে। বিশেষ করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর কর্মসূচি সম্প্রচারে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ তাদের স্ব স্ব কর্মসূচি বিভিন্ন বেতার এবং টেলিভিশনের নিউজ এডিটরগণকে অবহিত করবে। সংশ্লিষ্ট টেলিভিশনের নিউজ এডিটরগণ এই সকল সংবাদ এর সমন্বয় সাধন ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শহীদ দিবসের ভাবগাম্ভির্জ রক্ষা, শহীদ মিনারের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, সুশৃঙ্খলভাবে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বক্তব্য/ অনুষ্ঠান সকল গণমাধ্যমে সম্প্রচার করতে হবে। | তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিএফপি, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বেসরকারি বেতার, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ |
| | (খ) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীতে ট্রাকের মাধ্যমে রাজপথে ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং নৌযানের সাহায্যে ঢাকা শহর সংলগ্ন নৌপথে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজনসহ জেলা-উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসকল অনুষ্ঠান শহীদ দিবসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ হতে হবে। ডিএফপি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে উপলক্ষে তিন ধরণের পোস্টার মুদ্রণ করবে। যার মধ্যে প্রথমটি হবে সার্বজনীন, | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিএফপি, জেলা প্রশাসক (সকল) |

| ক্রমিক | কর্মসূচি | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| | দ্বিতীয়টি স্কুল-কলেজের শিশু-কিশোরদের জন্য এবং তৃতীয়টি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ ও বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক দূতাবাসসমূহে প্রচারের জন্য। শিশু-কিশোরদের জন্য মুদ্রিত পোষ্টারে মাতৃভাষার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের সচেতন করতে হবে। বিদেশে প্রচারের জন্য মুদ্রিত পোস্টারে "২১শে ফেব্রুয়ারি আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস" বাংলাসহ জাতিসংঘের স্বীকৃত ৬টি ভাষায় লেখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এসকল পোস্টার সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একুশে ফেব্রুয়ারির অন্তত: এক সপ্তাহ পূর্বে জেলা পর্যায়ে পোস্টার পৌছাতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক উক্ত পোস্টার দ্রুত উপজেলায় বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। | |
| | (গ) উক্ত দিনে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য সিকিউরিটি পাশের ব্যবস্থা গ্রহণ। | স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ |
| ১৮. | বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মার্তৃভাষা দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়। |
| ১৯. | জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রেখে জেলা/উপজেলা পর্যায়ের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন। | যুব ও ক্রীড় মন্ত্রণালয়<br>যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর |
| ২০. | শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ছড়া পাঠ, কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন। | বাংলাদেশ শিশু একাডেমি |
| ২১. | **শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মসূচি :** | |
| | (ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আলোচনাক্রমে সময় নির্ধারণ করবে। | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| | (খ) গ্রন্থমেলা, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন : বাংলা একাডেমিতে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে মাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, নজরুল ইন্সটিটিউট এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এ গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বইমেলা একুশের বইমেলার মাস বাদ দিয়ে পরবর্তী সময়ে করতে হবে। | বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি |
| | (গ) শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। | বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি |

| ক্রমিক | কর্মসূচি | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|
| | (ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও অধীনস্থ শাখা জাদুঘরসমূহ এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সকল প্রত্নস্থল ও জাদুঘরসমূহে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও Autistic Children-দের বিনা টিকেটে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। | বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর<br>প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর |
| | (ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও স্বাধীনতা জাদুঘরে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রামান্য নিদর্শন প্রদর্শন, শিশু-কিশোরদের সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং সেমিনার '২৫০ বছরের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ: বিকাশের গতিপ্রকৃতি', 'একুশের সংকলন : বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত' আয়োজন। | বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর |
| | (চ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন। | গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর |
| | (ছ) ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, নান্দনিক হস্তাক্ষর লেখা প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। | গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আন্তর্জতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাংগামাটি, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি (বিরিশিরি) নেত্রকোনা, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট |
| ২২. | **জেলা সদর ও উপজেলা সদরের কর্মসূচি :**<br>সকল জেলা সদর ও উপজেলা সদরে জেলা/উপজেলা প্রশাসন যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যে সকল উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে সে সকল উপজেলার প্রশাসন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ,<br>জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,<br>কমিশনার (সকল বিভাগ),<br>জেলা প্রশাসক (সকল জেলা), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল),<br>যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় |

০৪। সভাপতি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান।

০৫। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৪/০১/২০১৮
আসাদুজ্জামান নূর এমপি
মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়